সমকাল

18 November, 2012 Page: 14

শ্রেণীকরণের নতুন নীতিমালায় বিপাকে এসএমই ঋণ

সমকাল প্রতিবেদক

বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন ঋণ শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং নীতিমালার ফলে বিপাকে পড়তে যাচ্ছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) খাত। এ নীতিমালায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ঋণ শ্রেণীকরণের সময় তিন মাস এগিয়ে আনায় আগের তুলনায় অনেক বেশি প্রভিশন বা নিরাপত্তা সঞ্চিতি সংরক্ষণ করতে হবে। ফলে এসএমই খাতে নতুন ঋণ প্রদানে তহবিল সংকট দেখা দেবে। এসএমইপ্রধান বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এরই মধ্যে এসএমই খাতের জন্য আগের নীতিমালা বলবৎ রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংককে অনুরোধ করেছে।

আগের নীতিমালা বহাল রাখার দাবি

এ ব্যাপারে বেসরকারি ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ মাহবুবুর রহমান সমকালকে বলেন, এসএমই একটি অপেক্ষাকৃত নতুন খাত। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসার ধরন, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি কমতির কারণে অনেক সময় যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ সম্ভব হয় না। তাই বড় বা মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঋণ আর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণের জন্য একই নীতি রাখা ঠিক হবে না। তিনি বলেন, বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একই গ্রুপে একাধিক প্রতিষ্ঠান থাকে। একটি প্রতিষ্ঠান সমস্যায় পড়লে অন্যটি থেকে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব। তবে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয়ের উৎস থাকে মাত্র একটি। তাই ব্যবসায় সমস্যা হলে তারা অনেক সময় ঋণ পরিশোধ করতে পারে না।

তিনি বলেন, ব্যাংকিং খাতের নজরদারি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উন্নীত এবং শক্তিশালী করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন ঋণ শ্রেণীকরণ নীতিমালা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। বড় প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে ঋণ দেওয়া হয় তা এই নীতিমালায় টিকে যাবে। তবে এসএমইর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা এই নীতিমালার নেতিবাচক প্রভাবের মুখে পড়বে। তিনি বলেন, ঋণ পরিশোধে ক্ষুদ্র উদ্যোগে ইচ্ছা ও আন্তরিকতা থাকার পরও অনেক সময় তারা যথাসময়ে কিস্তি পরিশোধ করতে পারেন না। এসব বিবেচনা না করে সবার জন্য একই নীতি গ্রহণ করা হলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো সংকোচন নীতি গ্রহণ করবে। এজন্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা চালু করা দরকার। বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রাম বিভাগের মহাব্যবস্থাপক সুকোমল সিংহ চৌধুরী সমকালকে বলেন, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য করতে ঋণ শ্রেণীকরণের নতুন নীতিমালা করা হয়েছে। এটি মানিয়ে চললে ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়নে অসুবিধা হবে না। তাছাড়া, ব্যাংকগুলোকে উৎসাহিত করতে এসএমই খাতের জন্য আগে নির্ধারিত সাধারণ প্রভিশন ১ শতাংশ থেকে কমিয়ে দশমিক ২৫ শতাংশ করা হয়েছে।

ঋণ শ্রেণীকরণের চারটি পর্যায় রয়েছে। এগুলো হলো- সাধারণ, নিম্নমান, সন্দেহজনক এবং মন্দ বা ক্ষতি। সব ঋণের ক্ষেত্রে এ তিনটি পর্যায়কে বিবেচনায় নিয়ে ব্যাংকগুলোর প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হয়। সাধারণ বা নিয়মিত ঋণের ক্ষেত্রে ১ শতাংশ, নিম্নমানের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ, সন্দেহজনক ঋণের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ এবং মন্দ ঋণের বিপরীতে ১০০ শতাংশ হারে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হয়। এর আগে ৬ থেকে ৯ মাসের মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণকে নিম্নমান, ৯ থেকে ১২ মাসের মধ্যে হলে সন্দেহজনক এবং ১২ মাসের বেশি হলে তাকে মন্দ বা ক্ষতিমানে বিবেচনা করা হতো। নুতন নীতিমালায় এসব ক্ষেত্রে তিন মাস করে সময় কমিয়ে ঋণের মেয়াদোত্তীর্ণের সময়সীমা তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে হলে নিম্নমান, ছয় থেকে নয় মাসের মধ্যে সন্দেহজনক ও নয় মাসের বেশি হলে মন্দ বা ক্ষতিমানে শ্রেণীকৃত হবে বলে বলা হয়েছে। এ ছাড়া এসএমই বা বিশেষ হিসাবের ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণের সময়সীমা তিন মাসের পরিবর্তে দুই মাসে নামিয়ে এনে তার বিপরীতে ৫ শতাংশ প্রভিশন রাখতে বলা হয়েছে। নতুন নীতিমালা আগামী ডিসেম্বর প্রান্তিক থেকে কার্যকর হওয়ার কথা।

ব্যাংকাররা বলছেন, বাংলাদেশের মতো দেশে উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম এসএমই খাত। ব্যাংকের ঋণ সুবিধাবঞ্চিত হলে এ খাত এগিয়ে যেতে পারবে না। তবে নতুন নীতিমালার ফলে এ খাত বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হবে। এ শিল্পখাতকে বাঁচাতে আলাদা শ্রেণীকরণ নীতিমালা প্রয়োজন। যদি নতুন নীতিমালা বাস্তবায়ন করতেই হয় তাহলে এসএমই খাতের জন্য অন্তত তিন থেকে পাঁচ বছর সময় দিয়ে বাস্তবায়ন করা দরকার।